ব্রি ধান১১৪

সমৃদ্ধির জন্য ধান

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি),

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১১৪ বোরো মওসুমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত। এর কৌলিক সারি BR12454(Path)-BC2-69-97-39-5-44। উল্লিখিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ধানের ব্লাস্ট প্রতিরোধী লাইন IRBL-9W(LTH) এবং বোরো মওসুমের জনপ্রিয় জাত BRRI dhan29 এর সাথে বোরো ২০১৬-১৭ সালে সংকরায়ণ করে মার্কার এসিস্টেট ব্যাকক্রস ভিত্তিক বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection)-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ২০২১-২২ সালে গবেষণা মাঠে আঞ্চলিক উপযোগিতায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং পরবর্তীতে ২০২২-২৩ সালে বোরো মওসুমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে আঞ্চলিক উপযোগিতা যাচাই এবং ২০২৩-২৪ সালে কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০ (দশ) টি এলাকায় কৃষকের মাঠে মূল্যায়ন করা হয়। উল্লিখিত মূল্যায়ন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় কৌলিক সারিটি বোরো মওসুমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা পাতার রং গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০১-১০৮ সে.মি.।
- এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী। এতে ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী প্রকট জিন *Pi9* বিদ্যমান এবং আর্টিফিশিয়াল ইনোকুলেশনে উচ্চ মাত্রার রোগ প্রতিরোধী (স্কোর-১) ক্ষমতা প্রদর্শন করে।
- ধানের দানার রং সোনালী বর্ণের এবং মাঝারি মোটা।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৭.৪ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রং সাদা।
- চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭.০% এবং প্রোটিন ৭.৭%। ভাত ঝরঝরে।

ব্রি ধান১১৪

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান১১৪ এর জীবনকাল বোরো মওসুমের জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান৮৯ এর সমান। এটি একটি দীর্ঘ জীবনকালীন জাত। এ জাতটি বোরো মওসুমে হেক্টরে ৬.০৭-১০.২৩ টন ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতটি ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী হওয়ায় বোরো মওসুমে ব্লাস্ট রোগ প্রবণ এলাকার জন্য খুবই উপযোগী।

ফলন: ব্রি ধান১১৪ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৭৬ টন, তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ফলন হেক্টর প্রতি ১০.২৩ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

জীবনকাল: এ জাতের জীবনকাল অঞ্চলভেদে ১৩৪-১৬৫ দিন। গড় জীবনকাল ১৪৯ দিন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান১১৪ এর চাষাবাদ পদ্ধতি এবং সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ১৬ থেকে ৩০ কার্তিক পর্যন্ত অর্থাৎ (১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর)।

২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ২০ সে.মি

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত। সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী ধানের জাতের মতোই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
৩৫-৪০	১২-১৪	১৫-২০	১৫	১.৬

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, অর্ধেক এমওপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। অবশিষ্ট ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১৫-২০ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। এমওপি সারের বাকী অর্ধেক ৩য় কিস্তি ইউরিয়া সারের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। জিঙ্কের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিঙ্ক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়া সারের মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান১১৪ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। এ জাতটি ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী, তবে অন্যান্য রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিত।

৭. **আগাছা দমন:** চারা রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা প্রয়োজন।

৯. **ফসল কাটা:** ধান কাটার উপর্যুক্ত সময় হলো ৫ থেকে ২০ বৈশাখ অর্থাৎ (১৮ এপ্রিল থেকে ৩ মে)। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ-পরিপক্ক হলে দেরি না করে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd